মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন
নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু
প্রধান নির্বাহী মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর

প্রচ্ছদ সমর রঞ্জন মিত্র
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান সরকার পিন্টু
অঙ্গসজ্জা সমর রঞ্জন মিত্র
রিপোর্টার স্থপতি বদরুল হায়দার
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক সাজ্জাদ হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের

যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Executive Editor Mohammad Abdul Haque Anu
Chief Executive Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz
Correspondent Md. Masudur Rahman

Published from :
Computer Jagat
Room No. 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : info@computerjagat.com.bd

সম্পাদকীয়

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও এবারের বাজেট

তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবায় বর্তমানে ২৭টি খাতে কর অব্যাহতির সুবিধা পেলেও কমেছে আসন্ন বাজেটে এই পরিষেবার সংখ্যা। নতুন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে তা কমিয়ে ১৯টি খাতে কর অব্যাহতির ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। এরসঙ্গে কর অব্যাহতির পরিষেবায় নতুন করে আরও চারটি সেক্টর যুক্ত করা হবে। সেগুলো হলো- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক সল্যুশন ডেভেলপমেন্ট, ব্লকচেইন-ভিত্তিক সল্যুশন ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার পরিষেবা এবং ডেটা বিজ্ঞান ও ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ।

বাদ পড়া পরিষেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে- দেশব্যাপী টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক, আইটি প্রসেস আউটসোর্সিং, ওয়েবসাইট হোস্টিং, বিদেশি মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন, সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন পরিষেবা, ক্লাউড পরিষেবা এবং সিস্টেম ইন্টারোগেশন। তথ্যপ্রযুক্তি সক্ষম পরিষেবা খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে (আইটিইএস) উদ্যোক্তারা অতিরিক্ত তিন বছরের কর ছাড় পাবেন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে। তবে ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হলো, সকল উদ্যোক্তরা তাদের আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হবে। নগদ অর্থের পরিবর্তে যারা ব্যাংকে লেনদেন করবেন তারাই এই সুবিধা পাবেন। এর মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্য হলো, সকলকে ক্যাশলেস অর্থনীতিতে আগ্রহী করে তুলা। ফলে আর্থিক লেনদেনকে আরও উন্নত করা।

বিশ্ব অর্থনৈতিক অস্থিরতা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মধ্যে ইরান-ইসরায়েল অস্ত্রের ঝনঝনানি ও নানা ভূ-রাজনৈতিক সংকটকের মধ্যেই আরও একটি বাজেট সমাগত। বাজেটকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ তাদের মতামত পেশ করছেন, নিজেদের ব্যবসায়ীক খাতের উন্নয়নে দাবিদাওয়া উত্থাপন করছেন। ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি গড়তে আসলেই কি কর অব্যবহিত বা প্রণোদনা সুবিধা আরো কিছুদিন রাখা উচিত? আমাদের বিগত দুই দশকের কিছু উন্নয়ন অগ্রগতির সূচক এবং বৈশ্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

১৯৯৩ সালে দেশে বিনামূল্যে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের সযোগ এলেও তৎকালীন বিএনপি সরকারের অদূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে বাস্তবে রূপ না নেয়ার দুঃখজনক কাহিনী আমাদের সবারই জানা। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকারই সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তুলে ইন্টারনেট সহজলভ্য করে সরকারের ধারাবাহিক পলিসি সাপোর্টের মাধ্যমে আজ ডিজিটাল বাংলাদেশের ব্রান্ডিং ছড়িয়েছে বিশ্বব্যাপী। এই পথ চলায় আইটি প্রোডাক্ট আমদানী কর মুক্ত রাখা, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ওপর কর অব্যাহতি, সফটওয়্যারের উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ, আইটি ও আইটিইএস রপ্তানীতে ক্যাশ ইন্সেটিভসহ নানা যুগান্তকারী সাহসী সিদ্ধান্ত ছিল। বিনিময়ে দেশ আজ ডিজিটাল হয়েছে কিন্তু দীর্ঘ এই পথ চলায় সরকারকে কখনো নির্মম ট্রলের শিকার হতে হয়েছে, কখনো অপপ্রচারের নিষ্ঠুর বলি হতে হয়েছে এখনো হতে হচ্ছে।

এনবিআর তথ্য বলছে আইটি ইন্ডাস্ট্রির বাৎসরিক প্রফিট ৫ হাজার কোটি টাকা। এই খাত করের আওতায় আনলে সরকারের অনেক রাজস্ব আদায় হবে। আইটিতে সর্বোচ্চ করদাতা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুবাদে এই তথ্যটিতে অনেকে একমত নন। এখানে দরকার স্টেকহোল্ডার, এনবিআর ও আইএমএফ এর এক সাথে বসে সঠিক তথ্য বিশ্লেষণ, যাতে সরকার এই শিল্পের রাজস্ব এবং মুনাফা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে। সঠিক তথ্য বিশ্লেষণে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে জুন ২০২৪ এর পর আইটি খাতে কর অব্যবহিত বা প্রণোদনা সুবিধা উঠিয়ে দিয়ে বা অব্যাহত রেখে কতটা কল্যাণকর হবে দেশীয় আইটি ইন্ডাস্ট্রি।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ